অনুষ্টুপ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ॥ পঞ্চদশ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

শংকর গুহনিয়োগীর জীবন ও কবিতা

উনিশশ' ষাট সালে বাংলার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শংকর গুহ-নিয়োগী মধ্যপ্রদেশের দুর্গ শহরে তাঁর কাকার কাছে আসার পর তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি স্থানীয় আশা নাম্নী এক ছত্তিশগঢ়ী কন্যাকে বিয়ে করেন, ছত্তিশগঢ় তাঁর আপনভূমিওছত্তিশগঢ়ী ভাষা তাঁর আপনার ভাষা হয়ে ওঠে।

নিয়োগী থাকেন লাল ময়দানে এক মজুর বস্তীতে ছোট একটা বাড়িতে অতি সাধারণ মানুষের মত। তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি বিজ্ঞানের স্নাতক। কঠিন দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। ছাত্রাবস্থায় অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ও পরে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। উনিশশ' ছেষট্টি সাতষট্টিতে তিনি বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট রাজ-নীতিতে অবতীর্ণ হন ও নবগঠিত সমন্বয় সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু ট্রেড-ইউনিয়ন সম্পর্কে এই সমিতির নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি তার থেকে বেরিয়ে আসেন।

ভিলাই ইস্পাত কারখানার কর্মী রূপে তিনি লড়াকু ব্লাস্ট ফার্ণেশ অ্যাকশন কমিটির সংগঠনে সাহায্য করেন। অচিরে তাঁকে 'দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক' হিসাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। উনিশশ' আটষট্টিতে আদিবাসী অধ্যুষিত জগদলপুরে একটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশনায় নিযুক্ত থাকার কালে তাঁকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়। আজ পর্যন্ত তাঁকে মোট কুড়িবার গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি পাঁচ বছর কারাবাস করেছেন আর জরুরী অবস্থায় তিনি আটক ছিলেন তের মাস।

রাজহরার কাছে দাইতোলা খনিতে দৈনিক পারিশ্রমিকে পাথর ভাঙার মজুর থাকাকালীন তিনি সহকর্মীদের এক নতুন ইউনিয়নে সংগঠিত করেন ও অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। এই ছত্তিশগঢ় মাইনস্ শ্রমিক সংঘের উপরে চতুর্দিক থেকে আঘাত আসার মত নানা কারণ ঘটেছে। এই ইউনিয়নে মজুররা দলে দলে চলে আসার ফলে পেশাদার দালাল মজুর নেতাদের রুজি রোজগারে টান পড়েছে। এই ইউনিয়ন ঠিকাদার, মদ ব্যবসায়ী,

জুয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয়দাতা পুলিশের ও আশ্রয়দাতা রাজনীতিবাজদের আতংকের কারণ হয়ে উঠেছে। দু'তিনবার নিয়োগীকে হত্যা করার চেষ্টাও হয়েছে।

দল্লী-রাজহরা অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক চল ছিল। এই কারণে তাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। আদিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য মদ্যপান বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল। নিয়োগী ও তাঁর সাথীরা জনসভা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মদ্যপানের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেন। ইউনিয়নের সদস্যদের জন্যে মদ্যপান বর্জন আবশ্যক করা হয়। যাঁরা এই নিয়ম লঙ্ঘন করবে, তাঁদের সামাজিক বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে প্রায় পনের হাজার লোক মদ্যপান বর্জন করে। আগে মাইনের দিন লাগোয়া শহরে শুঁড়িখানা আর জুয়ার আড্ডা গমগম করত। কিন্তু নিয়োগীর নেতৃত্বে মদ্যপান বর্জন ও জুয়াখেলা বন্ধ হওয়ায় শুঁড়িখানার মালিকদের লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে, জুয়ার আড্ডাগুলি বন্ধ হয়েছে।

কয়েক বছর আগেও আদিবাসী মেয়েদের সম্ভ্রম হামেশা নষ্ট করা হত। সবাই জানত, কারা এসব করছে, কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কারো একটি আঙুল তোলার সাহস ছিলনা। কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এ ধরণের একটি ঘটনাও বরদাস্ত করা হয়না। গত সেপ্টেম্বরে সি. আই. এস. এফ-এর এক জওয়ান এক আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় বিক্ষোভ চরমে ওঠে, পুলিশ গুলি চালিয়ে একজনকে খুন করে।

এই শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ দৈনিক মজুরী তিনটাকা থেকে উনিশ টাকায় বাড়াতে বাধ্য হয়। মজুরদের জাগরণের কারণে ভিলাই কারখানায় যখন তখন ছাঁটাইও অসম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের উচিত ক্ষতিপূরণের জন্যও সংঘ তৎপর হয়ে ওঠে। শ্রমিক সংঘ মজুরদের সন্তানদের জন্য দুটি বিদ্যালয় খুলছে এবং একটি পাঁচতলা হাসপাতালের শিলান্যাস করেছে। এরপরের কার্যসূচীতে রয়েছে মজুরদের জন্য একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ। একই সঙ্গে চালু হয়েছে কালাবাজারী ও পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা।

মধ্যপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী ঝুমকলাল ভেড়িয়া এইসব দেখে বলেছিলেন যে, যাঁরা কানুনকে নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করবে, তাঁদের বিরুদ্ধে মিনি মিসা প্রয়োগ করা হবে। তাঁর এই 'সতর্কবাণী'র পরই গতবার নিয়োগীকে

গ্রেফতার করা হয়। শ্রমিক সংঘ ভাঙবার জন্য এই মন্ত্রী উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর উদ্যোগে কয়েকজন দালালকে ভিলাই কারখানায় কাজে লাগান হয় ও তাদের দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন খোলারও চেষ্টা চলেছে। এই সব দালালদের রক্ষার জন্য অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আর শোনা যায় যে শুঁড়িখানার মালিকরা নাকি পুলিশের জন্য মুফতে মদেরও ব্যবস্থা করেছে।

সাতাত্তরের জুনে নিয়োগীকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হলে হাজার হাজার মজুর থানা ঘেরাও করে। পুলিশ গুলি চালিয়ে তের জনকে খুন করে। পুলিশ উপায় না দেখে নিয়োগীকে জিপে করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে তাঁকে যেখানে খুশি চলে যেতে বলে। মুক্তির নামে পুলিশের এই চালবাজিতে নিয়োগী রাজি হননি, কেননা তিনি বোঝেন যে, তিনি জিপ থেকে নামলেই তাঁকে হত্যা করা হবে ও বলা হবে সংঘর্ষে তিনি মারা গেছেন।

দল্লী-রাজহরা থেকে প্রত্যেক বছর সাড়ে তিন কোটি টন উচ্চস্তরের খনিজ লোহা জাপানে রপ্তানী করা হয়। তথাপি কজন সুবিধা ভোগী ছাড়া স্থানীয় লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র ও উৎপীড়নের শিকার হয়ে রয়েছেন। নিয়োগীর অপরাধ এই যে তিনি শোষণ আর দমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

শংকর গুহনিয়োগী পেশাদার রাজনীতির মঞ্চ ব্যবহার করেন না। গভীর মানবতাবোধই তাঁকে মজুর আন্দোলনে নামতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই গভীর মানবতাবোধই তাঁর কবিতারও উৎস। তাঁর কবিতাও সংগ্রামের আর এক হাতিয়ার। অনুষ্টুপে-ই তাঁর কবিতার বাংলা রূপান্তর প্রথম প্রকাশিত হল।

—মুস্তাফিজুর রহমান

শঙ্কর গুহনিয়োগী

একগুচ্ছ কবিতা

যারা পথ দেখিয়ে গেল

কোটি মানুষের রাত ভোর ক'রে দিতে
আদিলাবাদের বীর ভূমাইয়া, কিষ্টা গৌড়
গলায় পরেছে ফাঁসি।
দেশি ও বিদেশি ঘাতককে গোর দিতে
আপতকালীন রাতের আঁধারে
কমরেড, তুমি
গলায় পরেছ ফাঁসি !

মানুষের সুখ, সাথীর স্বপ্নে
সাথীর ও-বুক ভ'রে ওঠে দেশবাসীর দুঃখে
মানুষের পিঠে চাবুকের দাগে ক্রোধের বহ্নি
সাথীর হৃদয়ে,
সারাটা দেশের ভুখা কৃষকের
পেটের জ্বালাকে আপনার ক'রে
সাথীও নিয়েছে ভাগ।
সেদিন ভেবেছ,
কমরেড, তুমি
গ'ড়ে দেবে দেশে মেহনতিদের রাজ।

ঘাতক শাসক শয়তান, তুমি
শান্তিমন্ত্র আউড়ে এনেছ শ্মশানের স্তব্ধতা ;
'গরিবি হটাও' প্রতিশ্রুতির ফাঁকে
তুমি প্রাণ নাশ' গরিব শিশুর—

আজ দেখি তাই
কিষ্টা গৌড়-বীর ভূমায়ের ডাকে
জেগে ওঠে গ্রাম,
অত্যাচারীর বুক কেঁপে ওঠে ত্রাসে :
যে-কিষাণ জমি লাঙল চালিয়ে ফাঁড়ে,
সাথী তাকে ডাকে—
আমিও তৈরি,
মোকাবিলা করো পুলিশিরাজের,
গড়ো, প্রতিরোধ গড়ো।

আপতকালের কালো রাতে চুপি চুপি
বীরের গলায় তারাই লাগাল দড়ি ;
অত্যাচারীর ভরাচ্ছে পেট যারা
সঙ্গীন আর বন্দুকে তারা
দেখায় প্রতাপ, শৌর্যের জারিজুরি।

তোর চোখে শুধু সবুজের সমারোহ—
ভুখা মানুষের ক্রোধের আগুন তুই দেখিস নি ;
মেহনতিদের ঐক্যনিশান উড়েছিল তোর চোখের আড়ালে,
তোর কাছে এই মুক্তিযুদ্ধ অজ্ঞাত এক খবর।
আজ দেখ্, তোর চোখের সামনে
শহীদের লাল রক্তে ভেজানো পথে
উদ্ধত বুকে দুই বীর তারা অত্যাচারীর জন্য খুঁড়ছে কবর॥

[অনুবাদ 'অনুষ্টুপ']

ভোটের ভাবনা

হে জীবন, তুমি বিমর্ষ কেন ?
বুড়ি এক হত্যাকারিনীর রক্তাক্ত রাস্তা ধ'রে
যুবা হত্যাকারীর পুনঃপ্রবেশ।

এই আমার সারাটা দেশ—
এখানে আজব কানুনে ঠাশা পথ চলা রাস্তা
ধনিকের রাজ্যপাট
রাজগদি পারলামেন্ট
মোরগের রক্ষক বন্য শৃগাল
পাঁচপাঁচটা বছর সুস্বাদু দেহ চিবিয়ে চিবিয়ে
মুগ্ধ তৃপ্ত শৃগাল ;

হে জীবন, তুমি আজ বিমর্ষ কেন ?
হে জন্মভূমি, আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছ কেন ?
বর্ষার হলুদ ব্যাঙ ওরা—
ওদের বর্ষাতেই দেখা যায় ;
যেমন বর্ষায় ব্যাঙ ডাকে,
যেমন নির্বাচনে জননেতা ভীষণ হাঁকে, ভাই হো…

একদিন দেশ জুড়ে ব্যাঙের উৎসব ভেঙে যাবে
ক্ষুধা রোগ শোক হাহাকার ছিঁড়ে
ভেসে যাবে জনতার তীব্র কোলাহল…

[অনুবাদ : জি. এম. আনসার]

প্রতিরোধের ডাক

লবকুশ অভিমন্যুর সাথে অর্জুন খাড়া
বীর্যদর্পে
লাখো লাখো হাত গাণ্ডীব নেয়
নির্ভীক বুকে
হাজারো হাজার বছর শোষণ পীড়ন শেষে
প্রতিশোধ নিতে
মানুষের হাতে উঠে আসে হাতিয়ার ।

রক্তপিপাসু কৌরব আর কংসের হাতে
এদেশ ছিন্ন
ভাতের প্রতিটি গরাসের ফাঁকে
দস্যুর ভয়
ক্লান্ত ভারত দেখাক আজকে দানব দলন।
মিরজাফরের ঘৃণিত হস্তে শাসনের ভার
মজবুত করে
রুশ-আমেরিকা, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার…
হুঁশিয়ার থাক্
মজুর-কিষাণ, যে-কোনও মূল্যে
রুখে দিক তারা এই অনাচার।

প্রতিশোধ বুকে মাদল বাজায়
প্রতিটি শিরায়
নবজীবনের উন্মাদনায়
লাখো লাখো হাত গাণ্ডীব নেয়
নির্ভীক বুকে
লবকুশ অভিমন্যুর সাথে অর্জুন খাড়া
বীর্যদর্পে।

[অনুবাদ : 'অনুষ্টুপ']

কিষাণের ভয়

দিনগুলি যায় ভয়ে ভয়ে, আর
রাতগুলি ভয়ে দীর্ণ ;
মরণ সয়েছি মরতে মরতে,
জীবন শতধাজীর্ণ।
বাবলাকাঁটায় জীবনটা ছেঁড়াখোঁড়া,
রাত্রির ঘুমে নেই স্বপ্নের ওড়া—

মৃত্যুর সব যন্ত্রণা স'য়ে
জীবন কেবলই শীর্ণ।

ইশকুলে ভয় মাস্টার, বাবু-
সাহেব ছিনোয় বাস্তু-ই,
মহাজন কালো চোখ মেলে চায়—
'বেগারেতে কাল যাস্ তুই !'
ভয়ের ওপর সাজিয়ে তুলেছে ভয়—
পুলিশ এবং সুদখোরেদের জয় ;
ভিখারি শিশুও ভয়ে ভয়ে ফেরে :
'কী সাহস, ভিখ্ চাস্ তুই !'
বউ ভয় পায় ঘর ছেড়ে যেতে,
ভয় রোজ আসে আমাকে শাসাতে ॥

[অনুবাদ : 'অনুষ্টুপ']

জরুরী অবস্থার মহড়া

নিরেট কালো অন্ধকার—
যখন জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফ্যালে
ঝুলন বুণ্টা পায়চলার রাস্তা ঢাকে
নিরাশার কালো বোরখা ঢেকে ছায় আমার শরীর
আরো, এই নিস্তব্ধ চারপাশ শ্মশানের শান্তি, পেত্নীদের হি···হি···
শবের স্তূপ উলঙ্গ প্রেতের নাচ
কার্ফু'র রাত ষাট কোটি মানুষের হাল বেহাল
সব মিলিয়ে ২৬ জুনের আপাতকাল
আপাতকাল : ইতিহাসের এক কালো পাতা
আপাতকাল : ভেঙে দিল কোটি পরিবারের স্বপ্ন গাঁথা
আপাতকাল : মজুরের মুখে লাগালো তালা
আপাতকাল : পুঁজিপতি মালিকের জন্যে সৌভাগ্যের মালা

আপাতকাল : খুলে দিল শ্বাসহীন বিরোধী দলের চেহারা
আপাতকাল : ঠগ ভ্রষ্টচারীদের দিল আশ্রয়
অর্ডিন্যান্সের পরে অর্ডিন্যান্স
সংশোধনের পরেই সংশোধন
হুমকী...সন্ত্রাস...আতঙ্ক
দেশ হল জেলখানা
পুলিশ হল বিচার কর্তা
ষাট কোটি মানুষের হাল বেহাল
সব মিলিয়ে ২৬ জুনের আপাতকাল

জাগো
গড়ে তোল সংগঠন আর কঠিন একতা
তা যদি না হয় ষাট কোটির হাল বেহাল
ভুলো না হে সাথী ২৬ জুনের আপাতকাল।

[অনুবাদ : জি. এম. আনসার]

ঘুম ভেঙ্গে ওঠো শায়িত মানুষ

এখনও যে আছ শুয়ে,
প্রহরের শেষে ডাক এসে গেলো—
কাজের সময়
এখনি শয্যা ছাড়ো।

পাকা ধান যেন গা ধুয়ে রয়েছে সোনার শিশিরে
অথচ সে ধান মানুষের প্রাণ
বাঁধা আছে মহাজনের দুহাতে।
এলো ওই আজ ফসল তোলার দিন
নবান্ন এলো সাজানো গোছানো ধানের গোলায়
শায়িত মানুষ থেকো না হে শুয়ে
ওরে তোরা সব দেখে শুনে পথ চল্।

গত আকালের অত্যাচারে যে শিশুরা ক্লান্ত
বউয়ের পরনে ছিন্ন বস্ত্র
ধুতির হাল যে কৌপীন হলো
যৎসামান্য দাদনের ধানে দিন গুজরান—হায়রে !

শুরু হলে ধান ঝাড়াই তখন বলদ আসবে
এখনও যে আছ শয্যায় শুয়ে   ওঠো, ওঠো, জাগো, জাগো
রক্ত ঘামের কামাই যাবে তো মহাজনী সুদে
লাঠি ধরে ছোট' বলদ তাড়াতে
এখনও ঘুমাও !   শায়িত মানুষ, ওঠো এইবেলা
জাগো, ঘুম ভেঙ্গে ওঠো ।
বলদ তাড়াতে যে হাতে তুলেছো লাঠি
মহাজন এলে
সে হাতে আজকে অস্ত্র ওঠাও
লড়াই-এর মাঠে এগোতেই হবে
দুঃখের রাত বিদায়ের আগে এ শেষ প্রহরে
এখনও যে শুয়ে মূর্খের মতো
আলস্য ঠেলে ঘুম থেকে ওঠো
শায়িত মানুষ
এইবেলা জেগে ওঠো ।

[অনুবাদ : 'অনুষ্টুপ']

গজবের চোখ রাঙানি

এক গম্ভীর গজবের চোখ রাঙানি—
সারাটা ছত্তীশগড়ে
দল্লী-রাজহরার হাজার মজদুর
যখন নিজের ঝুপড়িতে শুয়েছে
তখনই

ধ্বনি প্রতিধ্বনি……চিৎকার কোলাহল
খাকি পোষাকীদের রাইফেল চলতে থাকল
লুটিয়ে পড়ল
বোন অনুসূয়া, বালক সুদামা, উপাধ্যক্ষ জগদীশ
শহীদ হল টিভু, ডেহর, রামদয়াল, সমারু সুনাউ
তোমরা চেয়েছিলে রুটি পেলে বুলেট
তোমরা ইতিহাসে মিশে গেলে
এক গম্ভীর গজবের চোখ রাঙানি সারাটা ছত্তীশগড়ে

আশপাশ পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে মজুরের গর্জন
মুক্তি চাই : মুক্তি চাই নেতাদের, মুক্তি চাই দেশবাসীর
তোমরা বুঝেছিলে পুঁজিপতির হাতে ভাগ্য বাঁধা, তাই
ওদের দ্বারা স্বকল্যাণই হয়
তোমাদের শত্রুর হাতেই ভাগ্য আটকানো
তাই বন্দুক তোমাদের রুখতে পারে না
জাগো দেশবাসী মজুর কিষাণ
দল্লী-রাজহরা ঘিরে সারাটা ছত্তীশগড়ে গম্ভীর
গজবের চোখ রাঙানি।

[অনুবাদ : জি. এম. আনসার]

(জি. এম. আনসার-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত মধ্যপ্রদেশ-এর শ্রমিক আন্দোলন সংগঠক শংকর গুহ-নিয়োগীর হিন্দী কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। এর আগে 'প্রতিবাদী প্রতিবেশ' এই শিরোনামে সুব্বারাও পানিগ্রাহীর কবিতাগুচ্ছ এবং পরবর্তীকালে অন্ধ্রের **'Revolutionary Writers' Associations**-এর অন্তর্গত কয়েকজন কবির কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো।)